শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন নিপীড়ন বিরোধী নীতিমালা ঃ প্রেক্ষিত চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

সৈয়দ মামুনুর রশীদ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ১০-১৯ বছর বয়সকে কৈশোর কাল বলছে। বিশ্বের যে কোন দেশের কিশোর-কিশোরীদের জন্য এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়। ১৯৯৪ সালে জনসংখ্যা ও উন্নয়ন (ICPD) বিষয়ে কায়রোতে আর্ন্তজাতিক সম্মিলনে স্বীকার করে নেয়া হয় যে, কিশোর-কিশোরীরা ভবিষ্যতের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ এবং এই জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক উন্নয়নের ব্যাপারে কর্মকৌশল বাস্তবায়ন জরুরী। বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ২৪ শতাংশ হল কিশোর-কিশোরী। এসব কিশোর-কিশোরীদের বর্তমান - ভবিষ্যত সুন্দর ও নিরাপদ করার এই কথাটা বলা বা লেখা যত সহজ কাজে পরিণত করা ততটাই কঠিন এবং যতই দিন যাচ্ছে ততই তা যেন আরো কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছে। কিশোর-কিশোরীদের সবসময় আগামী দিনের নেতৃত্বে আশা করা হলেও কৈশোর বয়সে তাদেরকে যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার পরিকল্পিত কোন প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ ও নেতৃত্ব বিকাশের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ নেই। বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের দুর্বল অর্থনীতি ও জনসংখ্যার ভারে জর্জরিত দেশে কিশোর-কিশোরীরা অধিকারহীনতা, নিরাপত্তাহীনতা ও বিপন্নতায় আবর্তিত। জন্মের পর শৈশবের পরবর্তী পর্যায়ে যখন তারা শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, এদেশে তখনও তাদেরকে ঘিরে রাখে নৈরাজ্যের এক ব্যাপক বলয়। নিরেট প্রাচীর ভেদ করে জ্ঞান ও শিক্ষার প্রকৃত আলোক রশ্মি খুব কমই তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারে।

কিশোরীদের্ই মুলত যৌন হযরানীর শিকার হতে হয় বেশী । শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি নারী, কিশোরী ও কন্যা শিশুর অধিকারের চরমতম লঙ্ঘন। নির্যাতন শুরু হয় শৈশব কিংবা কৈশোরে পরিবারে, সমাজে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, যা তাদের জীবনকে গতিহীন ও আরও ঝুঁকিবহুল করে তুলে। সে ক্ষেত্রে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যে নিজেদেরকে যোগ্য নাগরিক হিসাবে তৈরী করে নিতে যথাযথভাবে সক্ষম হবেনা তা নিঃসন্দেহে বলে দেয়া যায়। অগণিত কন্যা শিশু / কিশোরীরা পড়াশুনার প্রতি তাদের সহজাত স্পৃহাটি হারিয়ে ফেলে এক সময় ঝরে পড়ছে শুধু মাত্র তাদের নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানির শিকার হওয়ার ফলে। প্রায় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই কিশোরী তথা নারী শিক্ষার্থীরা নির্যাতিত হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গন্ডির ভেতরে প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের (সহপাঠি, শিক্ষক,দারোয়ান ও অন্যান্য কর্মী) দ্বারা। এর কারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারী-শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও মর্যাদা এখনো নাজুক। ২০০৭ সালে 'কিশোরী শিক্ষায় লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' বিষয়ক একটি গবেষণা করেন শুচি করিম। এই গবেষণায় মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে পরিবারের মনোভাব, স্কুলের পথে সমস্যাসমূহ এবং স্কুলের পারিপার্শ্বিকতা ইত্যাদি বিষয় স্থান পেয়েছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৯ সালে আব্দুল্লাহ জাফর এবং নাজনীন আখতার ' বিদ্যালয়ে যৌন হয়রানি : প্রয়োজন নীতিমালা' শীর্ষক গবেষনা পরিচালনা করেন । যেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানির বিষয়টি উঠে আসে।

এ ধরনের হয়রানি বা নির্যাতনের ঘটনা যে শুধু মাত্র কন্যা শিশু বা কিশোরীদের জীবনেই বিরুপ প্রভাব ফেলে তা নয় , এধরনের অসুস্থ সংস্কৃতি ও সমাজের মৌন ভূমিকা আমাদের ছেলে সন্তান তথা সকলকেই প্রতিনিয়ত প্রশ্নবিদ্ধ করে।

দেশের আনাচে কানাচে, গ্রামীণ পরিমন্ডলে মেয়েদের উত্যক্ত করার সব খবর পত্র-পত্রিকায় আসে না। এরপরও যৌন হয়রানির যে ঘটনাগুলো গনমাধ্যমের সহায়তায় সকলের গোচরে আসে তখন সাধারন ছাত্র ছাত্রী, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি এবং উন্নয়ন কর্মীদের পক্ষ থেকে জোরালো প্রতিবাদ আসে, সেই সঙ্গে একধরনের আন্দোলনও দানা বাঁধতে থাকে। সচেতন নাগরিকমাত্র দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে এধরনের হয়রানির ঘটনায় চিন্তিত বোধ করেন। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানির ঘটনা জাতির বিবেককে নাড়া দিচ্ছে। সবার সামনে যে প্রশ্নটি চলে আসে তা হলো -যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠেই যৌন হয়রানির/ নির্যাতনের মতো তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতো হয তবে অন্যান্য স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক *অবস্থাটি কি?* শুধু মাত্র যদি

প্রতিদিনকার সংবাদ পত্রের দিকেই নজর বুলানো যায় তাহলেই এই প্রশ্নের উত্তরটি সহজে অনুমেয়। একটি গবেষনা হতে দেখা যায় যে, ৪১% ছাত্রী স্কুল প্রাঙ্গনকে নিরাপদ হিসাবে বিবেচনা করেনা । ৬৩.৬ % ছাত্র ছাত্রী বলেছে যে, শিক্ষকরা তাদের প্রতি অসৌজন্যমূলক ভাষা ব্যাবহার করেন। মনে প্রশ্ন জাগে, আমরা কোন সমাজে বাস করছি? আমাদের মেয়েরা নিরাপদে স্কুলে যেতে পারবে না কেন? কেন আমার এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিক দাবী করেও মেয়েদের শিক্ষাঙ্গণ নিরাপদ করতে পারছি না? মেয়েদের যদি সবসময় আতংকের মধ্যে থাকতে হয় তাহলে কিভাবে তারা সুস্থ জীবন-যাপন করবে ? কিভাবে তাদের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটবে?

বর্তমানে এ বিষয়টি রোধে শিক্ষিত জনসমাজে একধরনের সচেতনতা তৈরী হয়েছে। তবে এই সচেতনতা মূলত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ। যৌন হয়রানি / নির্যাতন প্রতিরোধে প্রাথমিক ,মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে কেন্দ্র করে তেমন কোন কার্যকর পদক্ষেপ তো দুরের কথা, উল্লেখযোগ্য সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগও পরিলক্ষিত হয়না। এ ধরনের স্পর্শকাতর কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির বিরূপ ফলাফল সম্পর্কে স্পস্ট ধারনা ও সচেতনতা তৈরী না হবার দরুণ এপর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যৌন হয়রানি / নির্যাতনের ঘটনা ঘটার এবং এগুলো নিয়ে কোন রকম উচ্চবাচ্য না করার যথেষ্ট সুযোগ থেকে যাচ্ছে। আর এজন্য নানাভাবে মাশুল দিতে হচ্ছে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে , তাদের একটি বিশেষ অংশ কখনও বা ঝরে পড়ছে অকালে অথবা পড়াশুনা যদি চালিয়েও যায় তবে ব্যাহত হচ্ছে তাদের সুস্থ মানসিক বিকাশ ।

যৌন হয়রানি মাত্রা বাড়তে বাড়তে অপহরণ, এসিড নিক্ষেপ, ধর্ষণ ও আত্মহত্যা পর্যন্ত গড়ায়। আবার এ ধরণের যৌন হয়রানি শুধু শিক্ষাঙ্গনে ঘটে তা নয় শিক্ষাঙ্গনে আসা যাওয়ার পথেও ঘটে। যেখানেই ঘুঁক না কেন সকল প্রকার যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে রূখে দাঁড়াতে হবে। সমস্যার কথা হলো এবিষয়ে এখন পর্যন্ত কোন আইন/নীতিমালা নেই শুধুমাত্র **১৪ মে ২০০৯ তারিখে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানী রোধে হাইকোর্টের দেয়া একটি নির্দেশনা ব্যতীত**। নতুন আইন না হওয়া পর্যন্ত এটি মেনে চলা বাধ্যতামূলক । নিঃসন্দেহে এটি একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। কিন্তু বাস্তবতা বিশ্লেষণে জানা যায়, এই নির্দেশনা ও এর বাস্তবায়ন সর্ম্পকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কোন ধারণাই নেই। তাই সকল স্তরের শিক্ষা প্রতিঠানে যৌন হয়রানি /নির্যাতন প্রতিরোধে কার্যকর উদ্যোগ প্রয়োজন। পাশাপাশি পিতামাতা ও অভিভাবকদেও দায়িত্ব ছেলেমেয়েদের এ ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা দেয়া।

আমরা দেখতে পাই, যৌন নিপীড়নের বিচারে প্রশাসনের সদিচ্ছা বরাবরই দলীয় হস্তক্ষেপ বা বিবেচনার তলে হারিয়ে যায়। এপর্যায়ে আমাদের উপলব্ধি হল যৌন নিপীড়নের বিচার ও প্রতিকার নিশ্চিত করার জন্য যৌন হয়রানি/বিরোধী চৈতন্য সমুন্নত রাখা খুবই জরুরী।

আমরা দেখছি বর্তমানে ইভ টিজিং বন্ধের জন্য সরকারসহ পুলিশ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নানমূখী সচেতনতামূলক কর্মসূচী নিচ্ছে। সরকারীভাবে ১৩ জুন মেয়েদের উত্যক্ত রোধ দিবস ঘোষণা করা হয়েছে। এটা অত্যন্ত আশার কথা কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে ইভ টিজিং যৌন হয়রানির একটি ক্ষুদ্র অংশ। সামগ্রিকভাবে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে হলে যৌন হয়রানি বন্ধে নীতিমালা প্রয়োজন। এবং তা কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য নয়, হতে হবে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের পরিচালনায় বালক বিদ্যালয় ওছেছে ৬টি, বালিকা বিদ্যালয় ২৩টি, সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে ১০টি, কিন্ডারগার্টেন স্কুল ৮টি , কলেজ ৯টি এবং বিশ্ববিদ্যালয় আছে ১ টি । এছাড়াও ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, রাত্রিকালীন স্কুল, বয়স্ক স্কুল, ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- ফোরকানিয়া মাদ্রাসা ৪১০ টি সংস্কৃত ও কালচালার ইনস্টিটিউট ১৩ টি। এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য যৌন হয়রানি বন্ধে পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা তৈরী প্রয়োজন। একারণে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের

অভিভাবক ও স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে সম্ভাব্য মেয়র ও সকল ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের বরাবরে আমাদের দাবী-

- চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন এলাকার সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য যৌন হয়রানি বন্ধে নীতিমালা তৈরী।
- 'যৌন হয়রানি'-এর সার্বজনীন ও স্পষ্ট একটি সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হোক।
- আইনের কঠোর প্রয়োগের পাশাপাশি একটা সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা। পাড়ায় পাড়ায় সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে 'যৌন হয়রানি নিরোধ কমিটি' গঠন করা।
- যদি কোন শিক্ষক বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংশিষ্ট কোন ব্যক্তি শিক্ষার্থীকে যৌন বা অন্য যেকোন উপায়ে হয়রানি করে তবে তার ঐ পেশায় থাকার কোন অধিকার নেই এবং তা আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করতে হবে।
- নীতিমালায় 'যৌন হয়রানি'-এর পরিসর হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গন ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আওতাভূক্ত এলাকা/কমিউনিটিকে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।
- নীতিমালায় 'যৌন হয়রানি' বন্ধের ক্ষেত্রে সরকার, আইন প্রয়োগকারীসংস্থা, শিক্ষক, শিক্ষিকা, অভিভাবক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনির্দিষ্টভাবে থাকতে হবে। এক্ষেত্রে দায়িত্ব অবহেলাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান থাকতে হবে।
- শিক্ষক প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমে বিশেষ করে মাদ্রাসা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিট ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, ইত্যাদির পাঠ্যক্রমে শিক্ষাঙ্গনে 'যৌন হয়রানি বন্ধ বিষয়ে' পাঠ্য/অধিবেশন/কোর্স অর্ন্তভূক্ত করতে হবে।
- সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য 'যৌন হয়রানি' বন্ধের নীতি মালা প্রণয়নে শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট ছাত্র, ছাত্রী, শিক্ষক, শিক্ষিকা, অভিভাবক, কর্মর্কতা-কর্মচারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষসহ সকলের মতামত প্রতিফলিত হতে হবে ।
- শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নীতি, আইন ও বিধানে যেমন: শিক্ষা নীতি , শিশু নীতিমালা ২০১০, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০, শিশু আইন ১৯৭৪, ইত্যাদিতে 'যৌন হয়রানির' বিষয়টি সমন্বয় করতে হবে।
- বাংলা মাধ্যম স্কুল ও কলেজ, ইরেজী মাধ্যম স্কুল ও কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি বন্ধে নীতিমালা প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন এর উদ্যোগ গ্রহণ।
- নীতিমালা প্রচার-প্রচারনার ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে মিডিয়াসহ সকল সহযোগীর ভূমিকা উল্লেখ করতে হবে।

আমরা বিশ্বাস করি ছাত্র - ছাত্রী, শিক্ষক - শিক্ষিকা, অভিবাবক এবং শিক্ষাবিদ, আইনজীবী, নীতি নির্ধারক মহল সকলের মতামতকে সম্পৃক্ত করে যৌন হয়রানী বন্ধে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি নীতি প্রণয়নে সক্ষম হবো। আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই পারে একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর ভীতিহীন শিক্ষা পরিবেশ নিশ্চিত করতে।

Email # totalmamun@yahoo.com